কারাগারে সুবোধ

আলী আবদুল্লাহ

সত্যায়ন
প্র কা শ ন

সত্যায়ন
প্র কা শ ন

কারাগারে সুবোধ

গ্রন্থস্বত্ব © সংরক্ষিত ২০১৯

ISBN : 978-984-8041-22-2

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৯

সম্পাদনা : শিহাব আহমেদ তুহিন

অনলাইন পরিবেশক :
ওয়াফি লাইফ, রকমারি.কম, আলাদাবই.কম

মূল্য : ২০০ টাকা

সত্যায়ন প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৪০৫ ৩০০ ৫০০
+৮৮ ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৪
facebook.com/ sottayonprokashon

সূচিপত্র

লেখকের কথা / ৭

সম্পাদকের কথা / ৮

কারাগারে সুবোধ / ১২

লেখকের কথা

আজ এ বেলা আকাশটাকে বেশ আপন মনে হচ্ছে আমার।
রুদ্ধ চোখের স্নিগ্ধ স্বপ্ন, হাত উঁচিয়ে ডাকছে আবার...
জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার...

দৃষ্টি নিবদ্ধ আকাশ পানে, মাতোয়ারা মন সবুজ ঘ্রাণে
তোমায় দেখার ধৃষ্টতা না-হয়, হলোই এবার,
জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার...

আর কিছু নয়, তুমি যদি চাও,
পাখা মেলে আমায় উড়তে শেখাও,
তোমায় ঘিরে উড়ে বেড়াব, ছুড়ে ফেলে হাহাকার
এই টুকুনই তোমার কাছে (চাওয়া), আমার অধিকার

জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার...
জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার..

"কারাগারে বন্দী সুবোধ মুক্ত সুবোধের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী।"

আলী আব্দুল্লাহ
শের - এ বাংলা নগর ,ঢাকা

সম্পাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার। যাকে তিনি তাঁর পরিপূর্ণ দাস তথা আব্দুল্লাহ হিসেবে বাঁচার তৌফিক দেন, তাকে কেউই পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে তিনি ভ্রান্তিময় জীবনে ছেড়ে দেন, তাকে কেউই পথ দেখাতে পারে না। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর।

হুমায়ূন সাহিত্যের সাথে প্রথম পরিচয় হাইস্কুলে। তারপর খুব লম্বা একটা সময় উনি আমার মনটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। আমি মানুষকে মাপতাম তার সাহিত্য দিয়ে। জীবনটাকে দেখতাম তার দর্শন দিয়ে। পরে অবশ্য শুধু হেঁয়ালিপনায় এত লম্বা একটা সময় নষ্ট করার কারণে খুব আফসোস লেগেছে। হ্যাঁ! বইগুলোতে হয়তো সাহিত্য ছিল, রস ছিল, বৈচিত্র্য ছিল, কিছু কিছু ক্ষেত্রে গভীর জীবনবোধও ছিল। কিন্তু একই সাথে ছিল অনেক অশ্লীল গল্প, হারামের আহ্বান, ভ্রমের পেছনে ছুটে হেঁয়ালিপনায় জীবনটাকে পার করে দেবার আমন্ত্রণ।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এসে উপকারী জ্ঞান লাভের কন্সেপ্টটা মাথায় ঢুকেছে। অনেক মানুষ আছে যারা অনেক জটিল জটিল বিষয় জানে। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অনেক গলি-ঘুঁজি তাদের মুখস্থ। কিন্তু তাদের কাজই বলে দেয় তাদের মধ্যে কোনো উপকারী জ্ঞান নেই। 'ইলমান নাফিয়ান (علم نافع) বা উপকারী জ্ঞান চেয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বারবার আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করতেন। ইসলামকে যারা জানতে চায় তাদের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপকারী জ্ঞান কিসে রয়েছে? রয়েছে আল্লাহ্‌কে জানার মধ্যে, ঈমানের শাখাগুলো জানার মধ্যে। কোন কোন কাজ আমাদের আল্লাহ্‌র নিকট নিয়ে যায় তা জানার মধ্যে। উপকারী জ্ঞান রয়েছে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সীরাতে, নবি (আলাইহুমুস সালাম)-দের জীবনীতে। সাহাবা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-দের, আমাদের সালাফ (রাহিমাহুমুল্লাহ)-দের দেয়া শিক্ষার মধ্যে। এ জন্যই নবিরা মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকলে সবার প্রথম তাওহীদ দিয়ে শুরু করতেন।

তাওহীদের দাওয়াত একেকজন একেকভাবে পেয়ে থাকে। আরবরা বুঝেছিল তাদের মূর্তিগুলো যে ইবাদতের যোগ্য না, তা উপলব্ধি করে। আবার আরবদের প্রতিবেশী বাইজেন্টাইন-পারসিয়ান লোকেরা ছিল শাসকদের জুলমের শিকার। তারা যখন ইসলামের ইনসাফ স্বচক্ষে দেখেছিল, তখন মুগ্ধ হয়ে তারা একে একে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

আমাদের প্রজন্মের একটি বড় অংশ জীবনের কোনো না কোনো সময়ে কম-বেশি হুমায়ূন সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এখনো আছে। বর্ষার দিনে বৃষ্টিবিলাস করা, পিচঢালা পথে খালি পায়ে হাঁটা কিংবা ভরা পূর্ণিমায় হাঁ করে জোছনা দেখার শিক্ষা তিনিই আমাদের দিয়ে গেছেন। মজার ব্যাপার, বৃষ্টি-বিলাস করা কিংবা খালি পায়ে হাঁটা কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি সুন্নাহ্‌। কেউ যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ভালোবেসে এ কাজগুলো করে তবে ভালো কাজ হিসেবে তা তার আমলনামায় যোগ হবে। এ যোগসূত্র স্থাপনের পাশাপাশি আমাদের এটা জানাও জরুরি, এ সাহিত্যগুলোতে এমন কিছু আছে, যা সরাসরি ইসলামের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। তাই পুরোপুরি বর্জনীয়। যদি কেউ হিমু-শুভ্র-মিসির আলীর সেই অসারতাগুলো সবার সামনে গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারে, তবে এ আচরণগুলো যাদের মনে একসময়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল, তাদের তা বেশ প্রভাবিত করতে পারবে।

ঠিক সেই কাজটিই করেছেন আলী আব্দুল্লাহ ভাই তার লেখা *কারাগারে সুবোধ* বইটিতে। এখানে তিনি হিমুকে অবলম্বন করেছেন। তবে তাকে ভ্রমের দাস বানাননি, বানিয়েছেন আসমান ও জমীনের রব আল্লাহ্‌র দাস। একজন আব্দুল্লাহ। যে জীবনের সব জায়গায় আল্লাহ্‌ তা'আলার দ্বীনকে গভীরভাবে ধারণ করে। মানুষের জীবনেও আল্লাহর দ্বীনকে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করে। সে কটকটে হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে না দিয়ে জোব্বা পরে। বইটি সম্পাদনা করার সময় অনেকদিন পর কৈশোরের সেই সাহিত্যের ফ্লেভার পেয়েছি। তবে অন্যরূপে। আলাদা আঙ্গিকে।

লেখকের লেখা প্রথম বই *সুবোধ* প্রকাশের পর অনেকে সমালোচনা করে একে 'Plagiarism' (প্ল্যাগারিজম) বলতে চেয়েছেন। প্ল্যাগারিজম বলতে কারও সাহিত্য চুরি করে নিজের তৈরি গল্প বলে চালানোকে বোঝানো হয়। এখানে বলাও হয় না যে, এটা অন্য কোনো সাহিত্য অবলম্বনে লেখা হয়েছে। লেখক কিন্তু মোটেও তেমন কিছু করেননি। তার লেখা প্রথম বইতে তিনি পরিষ্কার করে লিখেছেন,

> "খুব পরিচিত একজনের সাথে আবার পরিচয় করিয়ে দিতে আমাদের এই সুবোধ এসেছে। আগে হয়তো সুবোধের রূপটা ভিন্ন ছিল, কিন্তু এবার সে এসেছে আব্দুল্লাহ হয়ে।"

এ ধরনের সাহিত্যকর্মকে বলা হয় Parody (প্যারোডি)। সাহিত্যে এটা প্রায়ই করা হয়ে থাকে। এর শেকড় দু-হাজার বছরেরও বেশি পুরোনো। প্যারোডি হচ্ছে পূর্বের সাহিত্যের এক্সটেন্ডেড ভার্সন। মূল লেখায় যে অপূর্ণতা ছিল, প্যারোডিতে তা পূর্ণতা পায়।

উদাহরণ হিসেবে উনবিংশ শতাব্দীর জনপ্রিয় লেখিকা Jane Austen- এর *Pride and Prejudice*-নামক উপন্যাসের কথা বলা যেতে পারে। সে উপন্যাসেরই একটি প্যারোডি ভার্সন লিখেছেন সমসাময়িক সময়ের লেখক Grahame Smith নাম *Pride and Prejudice with Zombies*। অনুকরণধর্মী সাহিত্য হবার পরেও তার এই উপন্যাসটি *নিউইয়র্ক টাইমসের* বেস্ট সেলার লিস্টে ছিল।

উপন্যাস দুইটিতে শব্দচয়নে সাদৃশ্য দেখুন

Jane Austen-এর লেখা *Pride and Prejudice*: "It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife."

Grahame Smith-এর লেখা *Pride and Prejudice with Zombies*: "It is a truth universally acknowledged that a zombie in possession of brains must be in want of more brains."

অনেকের কাছে হয়তো এটা প্ল্যাগারিজম। তবে যারা সাহিত্য জানেন, তারা ঠিকই বুঝবেন, এটি একটি প্যারোডি। আর এ *কারাগারে সুবোধ* বইতে লেখক মোটেও সংলাপে এতটা সাদৃশ্য অবলম্বন করেননি। তিনি শুধু চরিত্রটাকে অবলম্বন করেছেন। তাও একেবারে ভিন্নরূপে।

সম্পাদক হিসেবে আমি এ বইতে সম্পাদনা করার মতো খুব বেশি জায়গা পাইনি। আলী আব্দুল্লাহ ভাই যথেষ্ট পরিণত একজন লেখক। সামান্য কিছু জায়গায় কলমের আঁচড় লাগিয়েছি।

আশা করি, যারা কোনো এককালে হিমুকে পছন্দ করতেন, কিংবা এখনো করেন, তাদের *কারাগারে সুবোধ* বইটি ভালো লাগবে। আব্দুল্লাহর রসবোধ, সংলাপ, নিজের রবের প্রতি অনুভূতি তাদের মুগ্ধ করবে। অনুপ্রাণিত করবে হিমুর মতোই বদলে গিয়ে আব্দুল্লাহ হয়ে যাবার।

আর মনে এনে দেবে পাখি হয়ে উড়ে বেড়াবার স্বপ্ন।

শিহাব আহমেদ তুহিন
শাহীবাগ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ

কারাগারে সুবোধ

(হিমু থেকে আব্দুল্লাহ সিরিজ)

আমার অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। দুই হাতের ওপর শরীরের সব ওজন দিয়ে এই ভাবে ঝুলে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। কিছুক্ষণ আগেও পায়ের নিচে মাটি ছিল। মাটি বললে ভুল হবে, বলা যায় পাথর ছিল—সবুজ পাথর। আমার ভর ধরে রাখতে না পেরে ভেঙে পড়ে গেছে। পাথর ভেঙে ঠিক কোথায় পড়েছে তা দেখার উপায় নেই। আমি এত উঁচুতে আছি যেখান থেকে জমিন দেখা সম্ভব নয়...। শুনেছি পাহাড়ের অনেক উঁচুতে উঠলে নিচে সাদা মেঘের কারণে মাটি দেখা যায় না। এখানে কোনো মেঘ নেই। দৃষ্টিশক্তি যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখানে অসীম অন্ধকার। এটাও একটা অস্বস্তির কারণ। এখান থেকে যদি, আল্লাহ না করুন, পড়ে যাই, তাহলে কোথায় গিয়ে পরব সেটাও বুঝতে পারছি না। সবুজ গাত্রবর্ণের এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে হবে। পাহাড়টা রেডিয়ামের মতো জ্বলজ্বল করছে, চূড়া দেখা যাচ্ছে। কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে সেখানে—কে সে?

কানের কাছে ফিস ফিস শব্দ শুনতে পাচ্ছি কেউ একজন বলছে, উঠে আয়, দ্রুত উঠে আয়, দ্রুত। আমি কি উঠতে পারব? একজন একজন করে চূড়ায় উঠছে আর

পাখি হয়ে উড়ে যাচ্ছে। আমিই শুধু দুই হাতের ওপর ভর করে কায়দা করে ঝুলে আছি। পায়ের নিচে মাটি পাচ্ছি না। আচ্ছা, আমি এই সবুজ পাহাড়ে এভাবে কেন ঝুলছি? আর ওই লোকটা পাহাড়ের চূড়া থেকে আমাকে এভাবে কেনই-বা ডাকছে? কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

এটা কি কোনো স্বপ্ন? আমি কি স্বপ্ন দেখছি? পাহাড়টার চূড়োয় ওঠার কৌতূহল আটকে রাখতে পারছি না। আমি চূড়োয় উঠতে চাই। সেখানে কী আছে দেখতে চাই। দু-হাত ব্যথা করছে ঝুলে থাকার কারণে। সারা শরীরে মাধ্যাকর্ষণের প্রচণ্ড টান অনুভব করছি। হাত ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে। পাহাড়ের চূড়ো থেকে ওই মানুষটা আবারও চিৎকার করে বলছে, উঠে আয় জলদি, উঠে আয়। আমার চিৎকার করে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে, কে তুমি? কে?

আমি কিছুই বলতে পারছি না। আমার অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। মনটা খারাপ লাগছে। বুঝতে পারছি এটা স্বপ্ন। তবুও স্বপ্নটাকে শেষ পর্যন্ত দেখতে ইচ্ছা করছে। পাহাড়ের চূড়োয় উঠে কীভাবে পাখি হওয়া যায় সেই প্রসেসটা জানতে ইচ্ছে করছে। পাহাড়ের চূড়োয় কে দাঁড়িয়ে আছে সেটাও জানা দরকার। কিন্তু ঝুলে থাকায় নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। অস্বস্তির মাত্রা বাড়ছে। সারা শরীর যাচ্ছে ঘেমে। ঘুমের মধ্যেই বুঝতে পারলাম আমার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। প্রচণ্ড অস্বস্তিতে ঘুমের মধ্যেই ছটফট করতে করতে আমি জেগে উঠলাম।

ঘরের বাতাস গরম হয়ে আছে। দরজা-জানালা বন্ধ। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। জ্বর আসবে মনে হচ্ছে। ইদানীং এডিস মশা শুরু করেছে ব্যাপক যন্ত্রণা। আগে ডেঙ্গু নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াত, এখন ডেঙ্গুর সাথে সাথে চিকনগুনিয়া নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডেঙ্গু নামটা তাও সভ্য ছিল, চিকন গু.. নিয়া ... কেমন অসভ্য একটা নাম। আমার সমস্যা হলো 'গু' শব্দটা শুনলেই আমার বিশেষ বর্জ্যের কথাই মাথায় আসে। এই রোগের নামে শুধু যে 'গু' আছে তা-ই না, এর সাথে আবার চিকন ও আছে ... চিকনগুনিয়া। কী অদ্ভুত অসভ্য নাম! এই জ্বর হলে নাকি প্রচণ্ড শরীর ব্যথা করে। শরীরের জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা হয়। আমি বাতি জ্বালালাম। কাঠের আলমারির দরজাটা খোলা। সেটায় টক টক শব্দ হচ্ছে। প্রায়ই হয়। কিসের শব্দ আমার জানা নেই। অনেকে বলে কাঠ জীবিত থাকে, তাই এমন শব্দ করে। এই কথারও কোনো ভিত্তি আছে কি না আমি জানি না। সুতরাং এসব নিয়ে চিন্তা করা বৃথা। আমার ঘরে কোনো ঘড়ি নেই। সময় দেখতে হলে বাইরের আকাশ দেখতে

হবে। আমি উঠে গিয়ে দরজা খুললাম।

ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যাবে অল্প পরেই। আজকে অনেক বেশি ঘুমিয়েছি। রাতের নামাজ আর ঠিকমতো পড়া হলো না। তাহাজ্জুদ পড়তে পারাটাও আল্লাহর দেয়া একটা নেয়ামত। সবাই চাইলেই আদায় করতে পারে না। আল্লাহর ইচ্ছা লাগে। একজন সালাফ বলেছিলেন, 'কোনো গুনাহ করলে আল্লাহ তা'আলা আমাকে ছয় মাস তাহাজ্জুদ পড়া থেকে বঞ্চিত করতেন।' হয়তো গুনাহের কারণেই রবের সামনে দাঁড়ানোর তৌফিক হচ্ছে না।

আমি বেরিয়ে এলাম বারান্দায়, পাশের ঘরের রুস্তম সাহেব বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁতে কয়লা ঘষছেন। এই লোক কয়লা দিয়েই দাঁত মাজেন। পেস্ট-ব্রাশ কখনোই ব্যবহার করেন না। পেস্ট দিয়ে নাকি দাঁত পরিষ্কার হয় না। ধীরে ধীরে আরও হলুদ হয়। একসময় দাঁতের চিকনগুনিয়া হয়ে যায়। এই শহরে দাঁত মাজতে এত কয়লা সে কই পায়, সেটাও একটা রহস্য। রুস্তম সাহেব আমাকে আসতে দেখে কয়লামাখা দাঁতে মিহি করে হাসলেন। তার চোখ হলদেটে। এটা কোনো নতুন ব্যাপার না। রুস্তম সাহেবের চোখ সব সময়ই হলদেটে।

কী ব্যাপার আব্দুল্লাহ ভাই? ফজরের ওয়াক্ত হতে তো এখনো সময় বাকি। এত আগে উঠেছেন ব্যাপার কী?

ঘুম ভেঙে গেল।

দাঁত মাজবেন ভাই সাহেব?

রুস্তম সাহেব আমার দিকে বাঁ হাতে ধরে রাখা দুটা কয়লার টুকরো এগিয়ে দিলেন।

আমি হাসিমুখে পকেট থেকে আমার বিখ্যাত মেসওয়াকটা বের করে দাঁতে ঘষতে শুরু করলাম। এই মেসওয়াক যেনতেন মেসওয়াক না, যয়তুন গাছের মেসওয়াক। আরব থেকে আনা। আইশার বাবা সরাসরি আনিয়েছেন। কয়েক মাস ধরে তিনি প্রায়ই এই জিনিস আমাকে উপহার হিসেবে দিচ্ছেন। হবু শ্বশুরের কাছ থেকে এমন উপহার পেতে আমার অবশ্য খারাপ লাগছে না।

রুস্তম সাহেব সরু চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। বারান্দার হলুদ আলোর কারণেই তাকে আজ অনেক কমবয়স্ক মনে হচ্ছে। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তাকে দেখে আমার সব সময় মনে হয়েছে তার গায়ের ভেতরের রস কেউ আচ্ছা করে চেপে বের করে নিয়েছে। কুঁজো হয়ে হাঁটেন। চোখে চোখ পড়লে অতিরিক্ত

আন্তরিকতায় চোখ নামিয়ে নেন। রাস্তায় দেখা হলে যদি জিজ্ঞেস করি, কেমন আছেন রুস্তম সাহেব? তিনি বিব্রত গলায় কোনো রকমে বলেন, এই তো... আছি।

ছুটির দিনগুলোতে ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকেন। মেসে যেদিন ভালো খাবার রান্না হয়, সবাই বেশ আয়েশ করে একসাথে খায়। তিনি বাইরে থাকেন। সবার খাওয়া শেষ হবার পর, একফাঁকে তিনি চুপি চুপি খেতে যান। দেখলে মনে হবে চুরি করে খাচ্ছে। মাথা নিচু করে অতি দ্রুত খাবার-পর্ব শেষ করেন। যত দ্রুত শেষ করা যায়, ততই ভালো—এমন ভাব। এই লোক আমাকে দেখে এতগুলো কথা বলবে, দাঁত মাজার জন্যে কয়লা এগিয়ে দেবে, ভাবাই যায় না। আমি তার দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বললাম,

ভাই সাহেব, আমার কয়লা দিয়ে এত কসরত করে দাঁত মাজতে ভালো লাগে না। মেসওয়াক দিয়ে দাঁত মাজায় আরাম হয়।

গাছের ডাল দিয়ে দাঁত পরিষ্কার হয়?

অবশ্যই হয়। তবে কোন গাছের ডালকে মেসওয়াক হিসেবে ব্যবহার করছেন এটা গুরুত্বপূর্ণ।

তাই নাকি?

জি। মিসওয়াক হিসেবে সব থেকে ভালো হলো যয়তুন গাছের ডাল, নিম গাছের ডাল দিয়েও মেসওয়াক হয়। গাছের ডাল ভেঙে দাঁতে ঘষলেই মেসওয়াক করা হলো না। সঠিকভাবে মেসওয়াক ব্যবহার করতে পারাটাও শিল্পের পর্যায়ে পড়ে।

অ্যাঁ!

রুস্তম সাহেব অদ্ভুত এক শব্দ করলেন। তার মুখ হাঁ হয়ে আছে। এর অর্থ তিনি কথা গিলছেন। কেউ কথা গিললে কথা বলতে আরাম হয়। আমি উৎসাহ নিয়ে বললাম,

মিসওয়াক হতে হবে কমপক্ষে কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মতো মোটা। এক বিঘত পরিমাণ লম্বা এবং নরম ও কাচা হওয়া সর্বোত্তম। আর খেয়াল রাখতে হবে, যে ডালকে মেসওয়াক বানানো হচ্ছে সেটা যাতে কম গিরাসম্পন্ন হয়। মিসওয়াক ধরারও কিন্তু বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে।

বলেন কী!

মিসওয়াক নিয়ে রুস্তম সাহেবের আগ্রহ দেখে ভালো লাগছে। আমি আমার হাতের মিসওয়াকটা দেখিয়ে বললাম,

মিসওয়াক ডান হাতে ঠিক এই ভাবে ধরতে হয়। ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুল মিসওয়াকের নিচে এবং মধ্যমা ও তর্জনী মিসওয়াকের ওপরে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে এর মাথার নিচটা এই ভাবে চেপে ধরতে হবে।

এই ভাবে ধরেই কি আমাদের নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁত মাজতেন?

ঠিক বলেছেন ভাই সাহেব। আপনি পরীক্ষায় ১০০ তে ১০০ পেয়েছেন। নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক এভাবে ধরেই দাঁত মাজতেন।

রুস্তম সাহেবের হলদেটে চোখ রোমাঞ্চতে চক চক করছে। তিনি বললেন :

হুজুরদের মেসওয়াক করতে দেখতাম কিন্তু এত ডিটেইলে ব্যাপারটা জানতাম না।

ইসলামের ছোট ছোট ব্যাপারগুলো থেকে শুরু করে বড় বড় গুরুগম্ভীর বিষয়গুলো আপনি যত ডিটেইলে জানবেন, ইসলামের প্রতি ইন্টেরেস্ট আপনার ততই বাড়তে থাকবে। যদি না আপনার হৃদয়ে মোহর মারা থাকে। মোহর মারা লোকজনের শেষ গন্তব্য প্রজ্বলিত অগ্নি, আই মিন জাহান্নাম।

রুস্তম সাহেব ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমি জানি। তবে আপনার তো ভয় নাই।

কেন? আমার ভয় নাই কেন?

আপনি সঠিক মানুষ।

আমি সঠিক মানুষ আপনাকে কে বলল? রাত-বিরেতে মাসজিদের বারান্দায় পরে থাকলেই মানুষ সঠিক হয়ে যায়? চোর-বাটপারও অনেক সময় মাসজিদের বারান্দায় গা ঢাকা দেয়।

রুস্তম সাহেব এবার মাথা নিচু করে ফেললেন। সম্ভবত তিনি আর কথা বলবেন না। একদিনে অনেক বেশি কথা বলে ফেলেছেন। তার সঙ্গে আমার কথা বলতে ভালো লাগছে। ভদ্রলোক এক দেড় বছরের ওপর আমার পাশের ঘরে আছে। এই পুরো সময়ে তার সঙ্গে আমার তিন-চার বারের বেশি কথা হয়নি। সেই সব কথাও 'কেমন আছেন রুস্তম সাহেব?' 'এই আছি'—এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভদ্রলোক কী করেন?

তার গ্রামের বাড়ি কোথায়, তার চোখ সব সময় হলদেটে কেন—কিছুই জানি না।

রুস্তম সাহেব।

জি?

কাল রাতে বেশিক্ষণ জাগতে পারিনি। রাত বারোটার সময় বৃষ্টি শুরু হলো। ভাবলাম একটু পরেই বের হই, বিছানায় কাত হয়ে আরাম করছিলাম, কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভেঙেছে স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নটা পুরোপুরি দেখতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত দেখতে ইচ্ছে করছিল—বেশ বাস্তব মনে হচ্ছিল। কিন্তু যেই মুহূর্তে ঘুমের মধ্যে টের পেলাম যে স্বপ্ন দেখছি তখন আর কন্টিনিউ করা গেল না। ঘুম ভেঙে গেল।

রুস্তম সাহেব শান্ত গলায় বললেন, উত্তম স্বপ্ন।

আপনাকে কে বলল উত্তম স্বপ্ন? দুঃস্বপ্নও তো হতে পারে।

রাতের শেষভাগে আল্লাহ কাউকে দুঃস্বপ্ন দেখান না।

এসব কে বলেছে আপনাকে?

আমার স্ত্রী বলত।

বলত মানে? এখন আর বলে না?

না। সে মারা গেছে অনেক বছর হলো। হিসেব করে বললে উনিশ বছর। আমার কন্যার জন্মের সময় মারা গেল। সে জীবিত থাকার সময় অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলত। তখন খুব বিশ্বাস করতাম।

এখন করেন না?

জানি না।

রুস্তম সাহেব, রাতের শেষ ভাগের স্বপ্ন সব সময় ভালো হবে এমন কথার ভিত্তি নেই।

ও আচ্ছা।

আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর পর আপনি আর বিয়ে করেননি?

জি না।

আপনার মেয়ের বয়স তাহলে এখন উনিশ?

জি।

তার কি বিয়ে হয়েছে?

জি না।

সে থাকে কোথায়?

তার মামাদের কাছে থাকে। নিজের কাছে এনে রাখতে চেয়েছিলাম। সামর্থ্যে হলো না। অতি ছোট চাকরি করি। বেতন যা পাই তা দিয়ে ঢাকায় ঘর ভাড়া করে মেয়ে নিয়ে থাকা সম্ভব না।

আমি আপনাকে অনেক ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে ফেললাম, কিছু মনে করবেন না।

জি না। আমি কিছুই মনে করিনি। আমি খুব খুশি হয়েছি। অনেক দিন থেকে আপনাকে বলতে চাচ্ছিলাম। সাহসে কুলোয়নি।

আমাকে বলতে চাচ্ছিলেন? কেন?

আপনি মহাপুরুষ ধরনের মানুষ। আল্লাহর রাস্তায় চলছেন। আপনি আমার মেয়েটার জন্যে একটু দোয়া করলে তার মঙ্গল হবে, এই জন্যে। মেয়েটার বিয়ে দিতে পারছি না। একসময় আমার মেয়ে খুব দুরন্ত ছিল। তার এই দুরন্তপনার কারণে কিছু দুষ্ট লোকজন আমার মেয়েটার নামে বাজে একটা দুর্নাম ছড়িয়েছে। পুরো ব্যাপারটা যে মিথ্যা সেটা সবাই জানে, কেউ বিশ্বাস করে না। কিন্তু সবাই অবিশ্বাসও করে না। মেয়েটা খুব কষ্টে আছে ভাই সাহেব। আমি জানি আপনি মেয়েটার কষ্ট কমাতে পারবেন। আমার মেয়েটা যে কত ভালো তা একমাত্র আমি জানি আর আমার আল্লাহ জানেন। আপনার কাছে আমি হাত জোড় করছি।

রুস্তম সাহেব সত্যি সত্যি হাত জোড় করলেন।

আমি বিব্রত গলায় বললাম। ভাই আপনি আমার জোব্বা, দাড়ি, পাগড়ি দেখে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আমি একজন সাধারণ মানুষমাত্র। খুবই সাধারণ। আর বড় গুনাহগার। ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অনেক গুনাহই হয়ে যায়। শুনুন, সন্তান-সন্ততির জন্যে বাবা-মায়ের দোয়ার চেয়ে বড় দুআ আর কারও হতে পারে না। আপনি নিজে আপনার মেয়ের জন্যে দোয়া করুন, আল্লাহ কবুল করবেন ইন শা আল্লাহ। তবে হ্যাঁ! দোয়া কবুলের একটি শর্ত হলো উপার্জন হালাল হতে হবে।

এ ছাড়া মুসলিম হিসেবে অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে হবে। তাহলে আল্লাহর কাছাকাছি থাকা যাবে। আর নিজের রবের কাছে থাকলে তিনিই সব ঠিক করে দেবেন ইন শা আল্লাহ ...। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা হয়?

মাঝে মাঝে দু-এক ওয়াক্ত মিস হয় ভাই। তবে আমার মেয়ে এখন নামায পড়ে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে। বেশ সময় নিয়ে পড়ে। সে পর্দা করছে, খাস পর্দা। আগে শুধু হিজাব পরত, এখন নিকাবও করছে।

আলহামদুলিল্লাহ। এটা তো অনেক ভালো কথা। শুনুন ভাই, আপনিও পাঁচ ওয়াক্ত জামাতে আদায় করা শুরু করুন, আর ফরয নামাজের পর আপনার মেয়ের জন্যে দুআ করুন। আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন । ইন শা আল্লাহ।

রুস্তম সাহেব আগের মতো কোমল গলায় বললেন, ঠিক আছে। তারপরও আপনি একটু দোয়া করবেন আমার মেয়েটার জন্যে। অনেকদিন বলার চেষ্টা করেছি। সাহস পাইনি। আজ আল্লাহ পাক সুযোগ দিয়েছেন।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, ঠিক আছে, দোয়া করলাম। আল্লাহ যেন অনন্য-সাধারণ গুণবান এবং দ্বীনদার ছেলের সাথে আপনার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন। তারা যেন দুনিয়া এবং আখিরাতে সফল হয়।

রুস্তম সাহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, আপনাকে অসংখ্য শুকরিয়া।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে পীর-ফকিরের মতোই গম্ভীর ভঙ্গিতে নিচে নেমে গেলাম। ভালো যন্ত্রণা হয়েছে। আমাকে অলৌকিক ক্ষমতাধর মনে করে—এমন লোকের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। দুষ্ট বুদ্ধি থাকলে রমরমা পির-ব্যবসা খুলে বসা যেত। একটা খানকাহ খুলে বসলে ইনকামও হতো বেশ।

কমন বাথরুমটা নিচে। এই সময় কেউ ওঠেনি। বাথরুম খালি পাওয়া যাবে। ভালো মতো অজু করে নিতে হবে। অজুর মাঝখানে কুলি করার আগে আরেকবার মিসওয়াক করতে হবে। কোথায় যেন শুনেছিলাম অজুর সময় কুলি করার আগে মিসওয়াক করা উত্তম। অবশ্য এটা আমার শোনা কথা, ক্রস চেক করা হয়নি। মুসলিমদের যেকোনো আমাল করার আগে সেটা সম্পর্কে ভালো করে জেনে নেয়াই উত্তম। আজকে ফজরের সালাতের পর রায়হানের সাথে দেখা করতে যাব। সে গত এক সপ্তাহ ধরে দু-দিন পর পর আমার কাছে আসছে। কখনো দেখা হচ্ছে না। সে এমন সময় আসে যখন আমি থাকি না। আমি থাকলে সে আসে না। তার ব্যাপারটা কী, কে জানে!

বাথরুমের বেসিন অনেক দিন ধরেই ভাঙা। আজ দেখি নতুন বেসিন। বেসিনের ওপর নতুন আয়না। মেসের মালিক মোনায়েম খাঁ সাহেব কিপ্টামির চূড়ান্ত করেছেন বলে মনে হচ্ছে। বেসিনের কাছে না গিয়েই বলতে পারছি কোন রিজেক্টেড বেসিন এনে ফিট করে দিয়েছেন।

সিরামিকের বেসিন ঠিক আছে কি না সেটা পরীক্ষা করার একটা উপায় আছে, এক টাকার একটা কয়েন নিয়ে বেসিনের ওপর হালকা করে বাড়ি দিলে যেই বেসিন টন টন করে উঠবে, বুঝতে হবে সেটা ঠিক আছে। আর যেটা চ্যাঁ চ্যাঁ করে শব্দ করবে সেটায় চোখে না দেখা গেলেও সূক্ষ্ম ফাটল আছে বুঝতে হবে। আমার হাতে পয়সা নেই। থাকলে মোনায়েম খাঁ সাহেবের বেসিনটা চ্যাঁ চ্যাঁ করেই চ্যাঁচাত। খাঁ সাহেব আয়নাটাও যেটা লাগিয়েছে, সেটাও একটা ইতিহাস। অসংখ্য ছোট ছোট দানা রয়েছে আয়নার ভেতরে। এই আয়না দিয়ে মুখ দেখতে পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

আয়না দেখলেই আয়নার সামনে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। খুবই ক্ষুদ্র ইচ্ছা এবং নির্দোষ ইচ্ছা। তবু নাফসকে সামলাতে এসব ইচ্ছাকে সব সময় প্রশ্রয় দিতে নেই। একবার প্রশ্রয় দেয়া শুরু করলে, পরে বড় বড় দোষের ইচ্ছাগুলোও প্রশ্রয় দিতে মন চাইবে। এটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত মত। শয়তান প্রথমে নির্দোষ, নিরামিষ ইচ্ছা দিয়ে নাফসকে প্রলুব্ধ করে, যখন মানুষ এগুলো প্রশ্রয় দেয়া শুরু করে, তখন শয়তান আস্তে আস্তে বড় কিছু এবং গুনাহর কিছু ইচ্ছাকে পূরণ করতে নাফসকে প্রলুব্ধ করতে থাকে। মানুষ যেহেতু হারাম-হালালের মাঝখানের ছোট ছোট ইচ্ছা পূরণ করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, একসময় গুনাহ-মিশ্রিত ইচ্ছাগুলোও সে অবলীলায় পূরণ করতে থাকে। তখন আর তাঁর মনের ভেতর কোনো অনুশোচনা থাকে না। পাপ-পুণ্যের অনুভূতি থাকে না। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করতে। কারণ, শয়তান হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে একজন মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

যদিও আয়না দেখা কোনো গুরুতর অপরাধ নয়; বরং এটা সাধারণ বৈধ কাজ। কিন্তু বিপরীত লিঙ্গের মানুষের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করতে যদি সারাক্ষণ আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকা হয়, তাহলে সেটা অবশ্য বেশ ভয়াবহ ব্যাপার। আর আমি পুরুষ মানুষ। সাধু-সন্ন্যাসী না যে বৈরাগ্য নিয়ে বসে আছি। তা ছাড়া বৈরাগ্যবাদ অনুসরণ করা ইসলামে অনুমোদিতও নয়। এখনো বিয়েটা পর্যন্ত করতে পারিনি ।